গ্রছাড়া তিনি সমাবর্তনের পরে বিশ্ববিদ্যালয় মূল ফটকের পাশে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

তাং
পৃঃ ৭ কলাম ৭ ......

দৈনিক ইনকিলাব

25

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গনে এখন মহা দুর্দিন—১

# ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর পরামর্শেই বাস্তবায়িত হচ্ছে সরকারী শিক্ষানীতি

**বিশেষ সংবাদদাতা ঃ** ইসলামবিদ্বেষী হিংস্র থাবার আওতায় এখন দেশের ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গন। কওমী মাদ্রাসাগুলো থেকে শুরু করে আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানেই ইসলামী শিক্ষার সামান্যতম সুযোগ আছে সেখানেই উদ্যত হিংস্র থাবার নখর। প্রথমে তালিবানী হুজুরভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আঘাত হানা হয় কওমী মাদ্রাসাগুলোর ওপর। মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিভিন্ন অজুহাত তুলে তাড়া করা হয়। অনেক শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। মামলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পুলিশী ও মস্তানদের নির্যাতনের ভয়ে বহু মাদ্রাসায় তালা ঝুলে। এরপরই অজুহাত খাড়া হয় আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে। মাদ্রাসাগুলোর ছাত্র সংখ্যার অজুহাত, মাদ্রাসা ভবনের অজুহাত, মোটা অংকের তহবিলের অজুহাত— এ ধরনের আরো নানা অজুহাত

তুলে ইতিমধ্যেই দেশের দু'শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে এবং সরকারী আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা হয়েছে। সরকারের হিংস্র পদক্ষেপ শুধু মাদ্রাসাগুলোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

(৮-এর পাতায় দেখুন)

# ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর পরামর্শেই বাস্তবায়িত হচ্ছে সরকারী শিক্ষানীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাকেনি, হাত বাড়ানো হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। এসব প্রতিষ্ঠানে যেখানে ইসলাম নামে কোন বিষয় আছে, সেখানেই, সেসব বিষয় পড়ানো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক কোন বিষয় খুলতে দেয়া হচ্ছে না। যেখানে শিক্ষকের পদ খালি হচ্ছে, সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। কোন কলেজে ইসলামী শিক্ষার বিষয় থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা সেসব বিষয় গ্রহণ করেছে না। তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এর উপর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে চতুর্থ বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বিএসএস অনার্স কোর্সে সাবসিডিয়ারী হিসেবে ইসলামী স্টাডিজ নেয়ার সুযোগ ছিল, তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষা এই দুইটি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টারস খুলতে দেয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দর্শন বিষয় থেকে মুসলিম দর্শন তুলে দেয়ার অলিখিত নির্দেশ জারি করেছে।

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ সমাজে জাগরুক রাখার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকেও ইসলামী বিষয়ক শিক্ষাক্রম বাদ দেয়ার দাবী তোলা হচ্ছে।

ধর্ম নিরপেক্ষতা বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের বহুল উচ্চারিত ও বহুল প্রচারিত আদর্শ। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ তার '৭২-৭৫ আমলে কুদরতে খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরী করেছিল, যার লক্ষ্যই ছিল ইসলামী শিক্ষার সুযোগ সংকোচন করে ক্রমান্বয়ে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধকে বাংলাদেশের মাটি থেকে মুছে ফেলা। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা যখনই সুযোগ পেয়েছে, ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের ওপর তাদের কালো হাত প্রসারিত করেছে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের পতনের পর থেকেই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী শক্তিগুলো ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাঠে নামতে শুরু করে। আড়ালে-আবডালে থেকে কখনো পরোক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষভাবে যারা এর আগে পর্যন্ত ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চেতনার বিরুদ্ধে, ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে তারা সরাসরি ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে দেয় এবং গোষ্ঠীর যারা ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়, তারা তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শ অনুযায়ী সরকারীভাবেই ইসলামী শিক্ষার দিকে থাবা বাড়িয়ে দেয়। দেখা যায়, বিএনপি সরকারের বিদায়ের পর যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, সেই সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই নবম ও দশম শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষাকে সংকুচিত করে ৫০ নম্বরে নামিয়ে আনে। দেশব্যাপী জনগণের তুমুল আন্দোলনের পর ঐ সরকার তা পুনরায় ১০০ নম্বরে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়। ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করার পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সেদিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল সচেতন জনগণের সামনে। এখানে আরও উল্লেখ করা যায়, ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হয় ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এবং এরপর থেকেই শুরু হয় ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যেও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি গ্রোষ্ঠী রয়েছে, যাদের অনেকেই শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই নয় নাস্তিকও। এ শ্রেণীর কর্মকর্তারা যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, শিক্ষাবোর্ডে এবং নিম্ন ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী বডিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তখন যে কোন ভাবেই হোক তারা শিক্ষানীতিতে তাদের চিন্তাভাবনা ও আদর্শের প্রতিফলন যতটুকু পেরেছে ঘটিয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই গোষ্ঠীটি চরমভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যারা ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন, তারা সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের বুদ্ধি ও পরমর্শদাতা হিসেবে চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী গ্রুপের সদস্যরা যারা ক্ষমতাসীন দলের 'থিংক ট্যাংক' নামে পরিচিতি তারা প্রকাশ্যেই বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখার মধ্য দিয়ে দেশের ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষাসহ সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ঐ থিংক ট্যাংকের পরামর্শ অনুসারেই। ঐ ট্যাংকের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই ধর্মকর্মের কোন বালাই নেই। ইসলামের আশপাশ দিয়েও তারা চলেন না। বরং চরম বিরোধিতা করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বা অন্য কোন বিষয়ে তারা যখন সরকারকে পরমার্শ দেন, তখন তা দেন ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করেই। আর সে অনুযায়ী সরকার তার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে।

সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ সভা-সমিতি, বিবৃতি-বক্তৃতায় ইসলামী শিক্ষায় হাত দেননি, মাদ্রাসা বন্ধ করেননি বলে যে প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাদের সরকারী কার্যক্রমের সাথে তার কোন মিল নেই। বাস্তবে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম থেকে ইসলামী বিষয়গুলোকে বাদ দেয়া হচ্ছে, দুই শতাধিক মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এটাই সত্য। ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর পরামর্শেই সরকারের শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ঐ গোষ্ঠী চরম ইসলামবিদ্বেষী। দেশবাসী শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন একারণেই।